২৯. একে অন্যকে ক্ষমা করা

যারা আপনাকে সত্যিকারভাবে কষ্ট দেয় তাদের ক্ষমা করা কষ্টকর। বারবার প্রতিমা পূজা করার দিকে ফেরার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরকে গভীরভাবে কষ্ট দিয়েছিলো, কিন্তু তবুও ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেছিলেন। ঈশ্বরের আদর্শ অনুসারে আমাদেরও উচিৎ অন্যদের পাপ ক্ষমা করা, এমনকি যখন কেউ ক্ষমা পাবার জন্য যোগ্য নয় তখনও আমাদের উচিৎ তাদের ক্ষমা করা, কারণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়েছি।

মূল পাঠ: মথি ৬:৯–১৫

প্রভুর প্রার্থনা বাইবেলের অত্যন্ত পরিচিত একটি অংশ। অথচ এই প্রার্থনাটিতে যে ক্ষমার বিষয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়। আমাদের অভাব আর পাপের ক্ষমা পাওয়া যে আমাদের একান্তই প্রয়োজন, যীশুর আদর্শ এই প্রার্থনাটি তা আমাদের নম্র ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যেরা যখন অন্যায় বা খারাপ কিছু করে, পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়া লোক হিসাবে আমাদের উচিৎ তাদের এই কাজ সহানুভূতি আর বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে সাথে দেখা।

১. ঈশ্বর চান যেন বিশ্বাসীরা তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে একে অন্যকে স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে। এই বিষয়টি কি কষ্টকর?

২. ১৪ আর ১৫ পদ আরেকবার পড়ুন। ঈশ্বরের ক্ষমা কেন শর্তসাপেক্ষ? এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

৩. একজন বন্ধু আপনার কাছে মিথ্যা কথা বললো। আপনি তা ধরে ফেললেন। এবার আপনি কি করবেন?

   ক) তাকে ক্ষমা করার আগে কি আপনি অপেক্ষা করবেন যেন সে আপনার কাছে ক্ষমা চায়?

   খ) সে যদি এই অভ্যাসটি না ছাড়ে বা তার মন পরিবর্তন না করে তাহলে আপনি কি করবেন?

   গ) ঈশ্বর যেভাবে একজন পাপীকে ক্ষমা করেন তার চেয়ে কি এই পরিস্থিতিটি আলাদা?

   ঘ) আপনার এই বন্ধুটি যদি একজন বিশ্বাসী হতো, তাহলে কি তার এই আচরণ আপনি কি আলাদা ভাবে বিবেচনা করতেন?

ক্ষমাশীল আত্মা (বা অন্তর)

খ্রীষ্টেতে আমরা স্বাধীন! এই কথাটির অর্থ আসলে কি? এর আসল অর্থ হলো, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ক্ষমার দ্বারা বিশ্বাসীদেরকে “পাপের দাসত্ব” থেকে মুক্ত করা হয়েছে। আমরা যেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়েছি, তাই অন্যদের পাপকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করি সে বিষয়ে আমাদের ঈশ্বরের দেখানো আদর্শ অনুসরণ করা উচিৎ। আমাদের পিতার মত আমাদেরও ক্ষমাশীল আত্মা (বা অন্তর) থাকা উচিৎ। আমাদের উপলব্ধি করা উচিৎ যে আমরা কেউই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নই, আর তাই নম্র হয়ে, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের উচিৎ সত্যিকার ভাবে অন্যদেরকে ক্ষমা করা। আমরা যদি অন্যদেরকে ক্ষমা না করি, তাহলে ঈশ্বর কি প্রয়োজন আমাদের ক্ষমা করা? (মথি ৫:৭ পদে) যীশু আমাদের বলেছেন “দয়ালু যারা তারা ধন্য, কারণ তারা দয়া পাবে।” তিনি আরো বলেছেন “যেভাবে তোমরা অন্যর বিচার কর, সেই ভাবে তোমাদেরও বিচার করা

হবে” (মথি ৭:২)। আমরা অন্যদের প্রতি যেভাবে আচরণ করি, ঈশ্বরও ঠিক সেইভাবে আমাদের প্রতি ব্যবহার করবেন। যাকোব তার চিঠিতে লিখেছেন।

> যে আইন মানুষকে স্বাধীনতা দান করে সেই আইন দ্বারা যাদের বিচার করা হবে, তাদের মতই কথা বল ও চলাফেরা কর; কারণ যে দয়া করে নি, বিচারের সময়ে সেও দয়া পাবে না। বিচারের উপর দয়া জয়লাভ করে।
>
> (যাকোব ২:১২-১৩)

অন্যদেরকে ক্ষমা করা কি আপনার কাছে অনেক কষ্টকর? অন্যদের ক্ষমা করবার শক্তি দেবার জন্য ঈশ্বরর কাছে প্রার্থনা করুন।

অন্যদেরকে ক্ষমা করা আমাদের কাছে স্বাভাবিক বিষয় নয়। প্রতিশোধ নিতে পারলে বরং আমাদের কাছে ভালো লাগে। পাপ থেকে মন পরিবর্তন করা আর মন থেকে অপরাধ বোধ দূর হয়ে যাবার প্রভাব আমাদের আচরণকে পরিবর্তন করা উচিৎ, কিন্তু অন্যদের ক্ষমা করতে শেখার প্রক্রিয়াটি আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে। একজন বিশ্বাসী যতোই ঈশ্বরের কাছাকাছি আসে, অন্যদেরকে ক্ষমা করা তার কাছে ততোই সহজ হয়ে ওঠে – কারণ তার জীবনের পুরানো পাপে পূর্ণ স্বভাব বদলে গিয়ে ঈশ্বরের পবিত্র আচরণে রূপান্তর করা হয়েছে। পৌল এই পরিবর্তনের বিষয় বুঝতে পেরে লিখেছেন

> এই প্রভু হলেন আত্মা, আর প্রভুর আত্মা যেখানে সেখানেই স্বাধীনতা। তাই, যখন আমরা অনাদৃত মুখে আয়নায় দেখা ছবির মত করে প্রভুর মহিমা দেখতে থাকি, তখন তা দেখতে দেখতে আমরা সকলেই তাঁর সেই রূপ (মহিমাময়) রূপান্তরিত হতে থাকি। সেই রূপান্তর আমাদের মহিমা থেকে উজ্জ্বলতর মহিমার মধ্যে নিয়ে যায়। এই মহিমা আমরা প্রভু, যিনি আজ্ঞা করেন তাঁর কাছ থেকে লাভ করি। (২ করিন্থীয় ৩:১৭-১৮ WTC)

আমাদের কথার চেয়ে কাজের জোর অনেক বেশি

ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক আবার গড়ে তোলবার জন্য কাউকে ক্ষমা করা একটি ভালো পদক্ষেপ। আমরা হয়তো বলতে পারি “কোন সমস্যা নেই আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি”। কেউ যদি সত্যিই আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেই ব্যথা বা স্মৃতি - খুব সহজে ভোলা যায় না, তার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। আপনি যদি কাউকে ক্ষমা করেন তা যদি তাকে মুখে বলার সাথে সাথে আপনার কাজেও তার কাছে প্রকাশ করেন তাহলে তা তার কাছে অরো অর্থ বহুল হয়।

পাপ ক্ষমা করা আর দয়া করা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখন যে ব্যক্তি অন্যায় বা ভুল কাজ করছেন তিনি একজন অবিশ্বাসী। এই বিষয়টি কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ? নিচের দেখানো আদর্শগুলো আপনি কিভাবে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন?

তোমার শত্রুর কোন গরু বা গাধাকে যদি অন্য কোথাও চলে যেতে দেখ তবে সেটা অবশ্যই তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাকে ঘৃণা করে এমন কোন লোকের গাধাকে যদি বোঝার ভারে পড়ে যেতে দেখ তবে সেই লোককে সেই অবস্থায় রেখে চলে যেয়ো না। তুমি অবশ্যই তাকে তা তুলতে সাহায্য করবে। (যাত্রাপুস্তক ২৩:৪-৫)

তোমার শত্রুর যদি খিদে পায় তাকে খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায় তাকে জল দাও; তা করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা গাদা করে রাখবে, আর সদাপ্রভু তোমাকে পুরস্কার দেবেন। (হিতোপদেশ ২৫:২১-২২)

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ	
অন্যদের ক্ষমা করার নির্দেশ	ইফিষীয় ৪:৩২; কলসীয় ৩:১৩
ভাইয়েদের ক্ষমা করা	মথি ১৮:১৫-৩৫; লূক ১৭:৩-৪; ২ করিন্থীয় ২:৭-১০
ঈশ্বরের ক্ষমা শর্তসাপেক্ষ	মার্ক ১১:২৫
কারো প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা কোরো না	রোমীয় ১২:১৯; ১ পিতর ৩:৯
ক্ষমা করার উদাহরণ	আদিপুস্তক ৫০:১৭-২১; গণনা পুস্তক ১২:১-১৩; ১৪:১৯-২০; প্রেরিত ৭:৬০

লক্ষ্য করুন, এই দুটি পদে ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের শত্রু আর তার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে আদেশ দিচ্ছেন। আপনার শত্রুকে দয়া আর ভালবাসা দেখানোর মধ্য দিয়ে আপনি খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করছেন আর তার কারণে হয়তো সে ঈশ্বরের পথে ফিরতে পারে। আপনি এই ধরনের আরো কোনো ঘটনার কথা মনে করে বলতে পারেন যেখানে আমরা আমাদের কথার চেয়ে কাজের জোর আরো বেশি হবার প্রমাণ পাই?

প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকা

ঈশ্বর আমাদের দয়া দেখাতে নির্দেশ দিয়েছে, তিনি আমাদের প্রতিশোধ নিতে বলেন নি।। তাই প্রতিশোধ নেবার চেয়ে আমাদের বরং উচিৎ দয়া দেখানো - প্রতিশোধ ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া বরং ভালো তিনি ন্যায্যতার সাথে সমস্ত কিছুর বিচার করেন।

মন্দের বদলে কারও মন্দ কোরো না। সমস্ত লোকের চোখে যা ভাল সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব সমস্ত লোকের সংগে শান্তিতে বাস কর। প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং ঈশ্বরকেই শাস্তি দিতে দাও। পবিত্র শাস্ত্রে প্রভু বলেন, "অন্যায়ের শাস্তি দেবার অধিকার কেবল আমারই আছে; যার যা পাওনা আমি তাকে তা-ই দেব।" . . . মন্দের কাছে হেরে যেয়ো না, বরং ভাল দিয়ে মন্দকে জয় কর।

(রোমীয় ১২:১৭-১৯,২১)

ঈশ্বর আসা করেন যে, যারা খারাপ কাজ করে বিশ্বাসীরা যেন তাদের দয়া দেখায় আর ক্ষমা করে। সত্যিকারভাবে যে বিশ্বাসী মন পরিবর্তন করেছে এই ক্ষমাশীল আচরণ তার অন্তর থেকে আসা উচিৎ। আমরা যদি দয়া না দেখাই, ঈশ্বর বলেছেন যে, তিনিও আমাদের প্রতি দয়াবান হবেন না।

চিন্তার উদ্দীপক

১. হিতোপদেশ ১৭:৯ পদে লেখা আছে যে আমরা যখন কাউকে ক্ষমা করি, তাদের অন্যায়ের কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ - সেই বিষয়টা আর কখনও মুখে বা মনে আনা উচিৎ না। আমরা যখন কারো উপর রাগ হই, তখন খুব সহজেই আমাদের তাকে তার পুরানো পাপের কথা মনে করিয়ে তাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয়। এটা একধরনের প্রলোভন, এই প্রলোভনের উপরে কি কি উপায়ে জয়ী হওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

২. নিচের বিষয়গুলো নিয়ে বিবেচনা করুন।

   ক. মথি ১৮:২১–২২ পড়ুন। যীশু এখানে কি বোঝাচ্ছেন? এই পদটির অর্থ কি এই যে, কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে ৭৮তম বার পাপ করে, তাহলে তাকে আমাদের ক্ষমা করার দরকার নেই? [কোনো কোনো বাইবেলের অনুবাদে বলা হয়েছে ৭৭ বার আমাদের ক্ষমা করা উচিৎ। আবার কোনো কোনো অনুবাদে ৭৭ x ৭ = ৪৯০ বার আমাদের পাপ ক্ষমার করতে বলা হয়েছে।]

   খ. এরকম একটি ঘটনার কথা ভেবে দেখুন। ধরুন আপনার একজন বন্ধু আপনার প্রতি খারাপ কিছু করলো, আর আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তারপর সে আবারও সেই একই কাজ করলো। এবার ক্ষমা করা আপনার কাছে একটু কঠিন, তবুও আপনি তাকে ক্ষমা করলেন। এক মাস পরে সে আবার সেই একই কাজ করলো, এবার আপনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাকে ক্ষমা করলেন। সে যদি চতুর্থ বার. . . বা দশম বার সেই একই কাজ করতে থাকে, তাহলে কি আপনার তাকে ক্ষমা করা উচিৎ হবে? কেউ তাদের ভুলের বিষয়ে কেবলমাত্র দুঃখিত নাকি সত্যিকারভাবে সে মন পরিবর্তন করেছে তার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

   গ. মথি ৫:২৩–২৪ পড়ুন। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে এই পদগুলো আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

   ঘ. মথি ১৮:২৩–৩৫ পড়ুন। ক্ষমা না করতে চাওয়া এই দাশের দৃষ্টান্ত থেকে ঈশ্বরের ক্ষমার বিষয়ে আমরা কি শিখতে পারি?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. আপনি কি এমন কোন ঘটনার কথা মনে করতে পারেন যেখানে আপনি কাউকে ক্ষমা করেছেন ঠিকই কিন্তু তাকে ক্ষমা করে ছিলো আপনার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর একটি বিষয়? তাকে ক্ষমা করা কি আপনাদের দুজনের সম্পর্কের উপর কোন ভালো প্রভাব ফেলেছিলো? তাকে ক্ষমা করার জন্য কি কি বিষয় আপনাকে সহযোগিতা করেছিলো?

২. কেউ যদি আমাদের প্রতি অন্যায় কোনো কিছু করে, ঈশ্বর চান যেন আমরা তাদের প্রতি প্রতিশোধ না নেই বরং তাদের আশীর্বাদ করি (মথি ৫:৪৩৪৮; রোমীয় ১২:১৭১৯; ১ পিতর ৩:৯)। আমাদের শত্রুদের কেন আমাদের ভালবাসা উচিৎ সে বিষয়ে একটা ছোট্ট অনুচ্ছেদ লিখুন। শত্রুদের ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের কি উপকার হতে পারে?

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- The genius of discipleship লেখক Dennis Gillett (The Christadelphian কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৪)। ৭ অধ্যায়ে ঈশ্বরের ক্ষমা আর অন্যদেরকে আমাদের ক্ষমা করার বিষয়ে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আরো দেখুন

৬. ঈশ্বর কেমন?

২৮. মন পরিবর্তন

৩৮. অনুগ্রহ

৪৪. বিচার

৫৫. ভালবাসার বিধি-বিধান